প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

৫ শতাংশ বিশিষ্ট অধ্যাপক করার প্রস্তাব শিক্ষকদের

পিঠা উৎসবে শিক্ষকদের দাওয়াত প্রধানমন্ত্রীর

মোশতাক আহমেদ ●

সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অধ্যাপকের মধ্য থেকে ৫ শতাংশকে ডিস্টিঙ্গুইশড (বিশিষ্ট) অধ্যাপক করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। এই পদের মূল বেতন হবে জ্যেষ্ঠ সচিবের সমান। একই সঙ্গে আগের মতো মোট অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ২৫ শতাংশকে গ্রেড-১ করারও প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইনের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষকনেতারা বলেছেন, দাবি পূরণের আগে আন্দোলন থেকে সরবেন না তাঁরা।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ সোমবার বিকেলে শিক্ষকনেতাদের গণভবনে পিঠা উৎসবে দাওয়াত দিয়েছেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব এ এস এম মাকসুদ কামাল এই দাওয়াতের কথা জানিয়ে বলেন, সেখানে একটা কিছু ঘোষণা আসতে পারে বলে তিনি আশা করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে আজ বিকেলের দিকে গণভবন চত্বরে পিঠা খাওয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে শুধু শিক্ষকদের নয়; বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গত বছরও এমন আয়োজন ছিল। এখানে শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

শিক্ষকদের লাগাতার কর্মবিরতিতে গতকাল সপ্তম দিনের মতো অচল ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে গতকাল উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন করেছেন ইউনুছ আলী আকন্দ নামের এক আইনজীবী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষকনেতারা দুটি প্রস্তাব দিয়েছেন। একটিতে তাঁরা বলেছেন, যেহেতু রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে ২৫ শতাংশ অধ্যাপক সর্বোচ্চ গ্রেডে যেতে পারেন। সেটা বহাল রাখতে হবে।

আরেকটি প্রস্তাবে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট অধ্যাপকদের মধ্য থেকে ৫ শতাংশকে 'ডিস্টিঙ্গুইশড অধ্যাপক' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই হিসাবে ১৬০ থেকে ১৭৫ জন অধ্যাপক সর্বোচ্চ এই পদে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। যাঁদের মূল বেতন হবে জ্যেষ্ঠ সচিবদের সমান অর্থাৎ ৮২ হাজার টাকা। শিক্ষকদের প্রস্তাব হলো, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকেরা ডিস্টিঙ্গুইশড অধ্যাপক হবেন। একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এটা ঠিক করা হবে।

প্রস্তাব পাওয়ার কথা জানিয়ে শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, সবাই মিলেমিশে সমাধানের চেষ্টা চলছে, যাতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং শিক্ষকদের মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে। এ নিয়ে তাঁরা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই পর্যালোচনা করে সরকারের যে পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা সেটা নেওয়া হবে এবং সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। জানতে চাইলে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আশা করছি স্বল্প সময়ের মধ্যেই একটা সমাধান হবে।'

দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেডারেশনের নেতারা সভা করে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করেন। তবে প্রস্তাবে কী আছে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি শিক্ষকনেতারা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

বিশিষ্ট অধ্যাপক

শেষ পৃষ্ঠার পর